কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।

দামুড়হুদা সীমান্ত এলাকায় বিজিবি’র ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিজিবি’র উপর আস্থা রেখে সারাদেশব্যাপী হতদরিদ্র জনগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের করে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কুতুবপুর মাধমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়ন বিজিবি’র অধীনস্থ কার্পাসডাঙ্গার মুন্সিপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যানন্দন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাপনায় এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন বিজিবি। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাহাদান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সীমান্তের অসহায়দের লক্ষ্য করে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিএসসি, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য খলিলুর রহমান ভুট্ট, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বিশ্বাস, নুর মোহাম্মদ ভগু।

অপর দিকে হুদাপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সাড়ে ১১ টার দিকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

গাংনীতে ১০ পরিবারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ১০ পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস জানান, বিভিন্ন সময়ে যেসব দুঃস্থরা অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কালবৈশাখীতে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয় সেই সব পরিারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি

গাংনী উপজেলার হিন্দা ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছে স্থানীয় যুবক স্বপন ও তরিকুল। মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করায় পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে মানুষ সহ বিভিন্ন যান চলাচল বিগ্নীত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজলবাড়িয়া গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও শওকত আলীর ছেলে সপন স্কেবিটর মেশিন দিয়ে হিন্দা ও হিজলবাড়িয়া ব্রীজে কাজলা নদী থেকে মাটি কেটে স্থানীয় ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন। ট্রাক ভর্তি মাটি বহন করে বিভিন্ন

স্থানে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় মাটি পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

সেই সাথে সরকারি কাজলা নদীর বুক থেকে মাটি কাটায় গভির গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্বপন ও তরিকুল মাটি কেটে বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে বলার কেই নেই। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তরিকুল ও স্বপন জানায়, আমাদের কাছে মাটি কাটার মৌখিক অনুমোতি রয়েছে তাই মাটি কাটতে কোন বাধা নেই।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমান জানান,বিষয়টি তিনি শুনেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র দু-দল গ্রামবাসির সংঘর্ষ, নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই দল গ্রামবাসির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয় বলে জানা যায়।

ঘটনাটি সোমবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ৫নং কাচেরকোল ইউনিয়নরে ধুলিয়াপড়িা গ্রামে। সংঘর্ষে আহত ৩ ব্যক্তিকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ১টার দিকে লাল্টু মন্ডল (৩৮) এবং অভি উদ্দিন(২৬) কে মৃত বলে ঘোষনা করেন। নিহত লাল্টু ধুলিয়াপাড়া গ্রামের মনজের মন্ডল ও অভি লোকমান হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবত উপজেলার ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ ও মকবুল মৌরীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। রবিবার সকালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁর সমর্থক আবেদ আলীকে হাতুড়ী পেটা করে গুরুতর জখম করে মকবুল সমর্থকরা। এ নিয়ে গ্রামটিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে উভয় গ্রুপের কর্মী সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় মকবুল সমর্থক লাল্টু মন্ডল, অভি উদ্দিন ও লোকমান হোসেন গুরুতর আহত হলে তাদের শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেসকে নিয়ে আসে স্বজনরা। আহত তিনজনের মধ্যে লাল্টু মন্ডল ও অভি উদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

গুরুতর আহত লোকমান হোসেনকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নেওয়া হয় বলে চিকিৎসক জানান। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। এছাড়া পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান জানান ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার অভিযোগে যুবক আটক

কুষ্টিয়ার খোকসায় গোপগ্রামে স্ত্রী মীম খাতুনকে (২৩) শ্বাসরোধ করে হত্যা পর আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টার অভিযোগে স্বামী সুমন হোসেনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে সুমন হোসেনকে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম।
আটককৃত সুমন হোসেন খোকসার গোপগ্রামের আলতাফ হেসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে পরিবারের অমতে সম্পর্ক করে মিম খাতুনকে বিয়ে করে সুমন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত।

শনিবার (৯ মে) রাতে সুমনের মায়ের সাথে পুত্রবধূ মীমের কথা

কাটাকাটি ও ঝগড়ার জের ধরে সুমন মীমকে বেদম মারধর করে। স্থানীয়দের কাছে এমন অভিযোগ পেয়েই স্ত্রী হত্যায় জড়িত সন্দেহে সুমনকে আটক করে পুলিশ।

নিহত মীমের বাবা নজরুল খান বলেন, ‘যৌতুক দাবিতে জামাই সুমন হোসেন ও তার মা প্রায়ই আমার মেয়েকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। ওরাই পরিকল্পিতভাবে মীমকে হত্যা করেছে; আমি এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’

খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনের বাড়ি থেকে স্ত্রী মীমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এঘটনায় নিহত মীমের ভাই শাকিল খান ওরফে পলাশ বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় রোববার সুমনকে আটকের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বলে জানান ওসি জহুরুল আলম।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মউক এর ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙ্গানো সম্পন্ন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল মানুষকে সচেতনতা সৃষ্টি সহ সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলতে স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক মাস ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসুচীর অংশ হিসেবে জনাকীর্ন স্থান গুলোতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় লক্ষণ সমুহ ও হটলাইন সমুহের নম্বর সমুহ এ সকল তথ্য ব্যানারে উল্লেখ্য করা হয়।

বিশেষ করে মেহেরপুর শহর সহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে টাঙ্গানো হয়। এর মাধ্যমে পথচারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গাংনীর মাইলমারী গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামের আলিম নামের এক কৃষকের ৫ বিঘা ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ কর্মিরা।

সোমবার মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুলের নেতৃত্বে এ ধান কাটা কার্যক্রম শূরু হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান জানান মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের এমন কর্ম অবশ্যই প্রশংসানীয় সেই সাথে আমি আহ্বান জানাবো চাত্রলীগের মত করে যেন সকলেই এমন অসহায় কৃষকের পাশে দাড়ান।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুল জানান, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করতে ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলিগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান নাহিদের নির্দেশনায় আজকের মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, উপজেলা ছাত্র লীগ,কলেজ শাখা ছাত্রলীগ,পৌর ছাত্রলীগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের এই ধান কাটা কার্যক্রম শুরু করেছি।নভেল করোনা ভাইরাসের কারনে যে সকল হত দরিদ্র পরিবার তাদের ধান কাটতে পারছেনা তারা জেলাছাত্র লীগ কে জানালে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ধান কেটে দেওয়ার।

গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু জানান, আজ থেকে আমাদের দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু যা চলতেই থাকবে। জেলাছাত্রলীগের নির্দেশনায় উপজেলা ছাত্র লীগ এমন মহৎ কাজে সবসময় প্রস্তুত। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ডালিম রানা,গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বল সহ সকল ছাত্রলীগ কর্মি। হতদরিদ্র কৃষক আলিমের সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান ছাত্রলীগের ভাইদের এমন উপকার পেয়ে তিনি অনেক খুশি। এবং এভাবেই যেন সবাই সবার পাশে দাড়ায় বলে জানান।

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেন না। এমনকি বাড়ির ছাড়া তো দুরের কথা সংস্কার করতেও দেন না বাড়ির মালিককে।

গাংনী পৌরসভা থেকে কয়েক দফা বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হলেও তিনি বাড়ি ছাড়েননি। বাড়িটি সংস্কারের ব্যবস্থাও নেননি। বাড়ি ছাড়া নিয়ে মালিকের সাথে দফায় দফায় গন্ডগোল, ঝামেলা হলেও তিনি ক্ষমতাবলে বাড়িটি অন্যায় করে দখল করে রেখেছেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় বাড়ির মালিক সাবেক এ এমপি’র নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। খুব দ্রুত বাড়িটি মকবুল হোসেনের কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে?

বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন মৌখিক ভাবে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় দ্বিতল বিশিষ্ট তার বাড়িটি ভাড়া নেন। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ভাড়া দেননা। মনকি মাঝে মধ্যে বাড়িটি সংস্কার করতে চাইলেও তিনি তা করতে দেননি। ক্ষমতাশালী হওয়ায় বাড়িটি ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। বাড়িটি দ্রুত সংস্কার করার প্রয়োজন।

সংস্কার না করলে যে কোন দুর্যোগে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক বার বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও তিনি কান দেননি। এমনকি তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে থাকেন।

মালিক জিনারুল ইসলাম আরো বলেন, বাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একজন

উকিলের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষের সাথে পারবেন না বলে তিনি মামলা করতে রাজি হননি।

যে কোন অবস্থায় বাড়িটি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনর কাছে থেকে তারা মুক্ত করতে চান। তিনি আশংকা করছেন কোটি টাকার সম্পত্তিটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা। মাস ছয়েক আগে সাবেক মেয়র আহমেদ আলী ও বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে নিয়েও একটি সালিশ বসে। তখনও তিনি বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু ছাড়েননি।

এ ব্যপারে বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়িটি নিয়ে মিমাংসা হয়েছিল। বাড়িটি ছেড়ে দেবেন বলে সাবেক এমপি সাহেব কথাও দিয়েছেন। কিন্তু কবে ছাড়বেন জানেন না।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবির উদ্দিন বলেন, দির্ঘদিন ধরে সাবেক এমপি মকবুল সাহেবের সাথে বাড়ির মালিক জিনারুলের সাথে বাড়ি ছাড়া নিয়ে গন্ডগোল হয়। তবুও তিনি বাড়ি ছাড়েন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, আগের মেয়র থাকতেই মকবুল সাহেবের বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের আলোকে আমরা কয়েক দফা চিঠি পাঠিয়েছি তবুও তিনি সংস্কার করার জন্যও বাড়িটি ছাড়েননি। বাড়িটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন সময় বাড়িটি ভেঙে প্রাণহানী ঘটতে পারে। তবুও তিনি অন্যায় করে বাড়িটি দখলে রেখেছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন জানান, বহু পুরাতন ঝামেলা এটি। এই বাড়ি নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়েছে। তবুও সাবেক এমপি সাহেব বাড়িটি ছাড়েন না।

এ ব্যাপারে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনের সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নামায পড়ছি পড়ে ফোন দেন। কিন্তু পরে ফোন দিলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।

# [redacted] [redacted]-[redacted]'[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]